EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা'র স্বাগত বক্তব্য
যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের এলামনাই বিনিময়
এলামনাই সাধারণ সভা
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র
ঢাকা
জুলাই ৬, ২০১৩

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা।
আমি আমার শক্ত টুপিটি আনতে ভুলে গেছি...আমার এখানে শক্ত টুপি পড়া উচিৎ ছিল...এটি শুধু একটি বিরাট ঘর নয়; এটি একটি নির্মাণ এলাকাও।

আপনারা শুধু শিক্ষক,প্রকৌশলী, রাজনীতিবিদ, শিল্পী, সরকারী কর্মকর্তা, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, ডাক্তার, কারিগর, বিশেষজ্ঞ, ঘরের কাজে নিয়োজিত, এবং এর তালিকা প্রচুর... আপনারা আরে কিছু; আপনারা নির্মাতা, সেতু নির্মাণের মত বৃহৎ নির্মাতা, বৃহৎ সেতুর নির্মাতা, আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে অনেক সেতু বন্ধনের নির্মাতা... দুই জাতির মধ্যে দৃঢ়, শক্তিশালী, কার্যকরী সমঝোতার সেতুবন্ধন এর নির্মাতা।

আপনারা এই সেতু বন্ধনের কাজ শুরু করেছেন গত বছর, পাঁচ বছর আগে, এক দশক পূর্বে, হয়তো ২০, ৩০ বা ৪০ জছর আগে যখন আপনারা যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের বিনিময় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। আপনারা কর্মসূচি চলাকালীন আমেরিকায় আমেরিকানদের সাথে থেকে, মিথস্ক্রিয়ায়, জড়িত হয়ে, কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের সাথে সরাসরি বন্ধুত্ব তৈরী করে এই সেতুর ভিত্তি নির্মাণ করেছেন এবং তা দ্রুত বাড়িয়েছেন। এগুলো চমৎকার সেতু... প্রতিটি অনন্য.. প্রতিটি একক.. প্রতিটি বিভিন্ন আকার ও বয়সের, কিন্তু প্রতিটিই দৃঢ়..

টেকসই.. এবং প্রতিটি সেতুই আকার, আকৃতি ও বয়স ব্যাতিরেকে দু পক্ষের সেতু.. সেতুর উপর চলাচল দু'দিক দিয়েই হয়।

আপনাদের বিনিময় কর্মসূচির সময় গত বছরই হোক বা অনেক দশক আগেই হোক, আপনারা আমেরিকাকে জানতে পেরেছেন.. আপনারা আমেরিকাকে কাছে থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে দেখেছেন.. আপনারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এর বিভিন্নতা, জটিলতা, সরলতা, সংকোচন, চমৎকারিত্ব, দুঃখ, শক্তি, দুর্বলতা থেকে... আপনারা সত্যিকার আমেরিকার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন...আমেরিকাকে ধারণ করেছেন... আমেরিকাকে বুঝতে পেরেছেন, এবং বাংলাদেশে ফেরার পর আজ পর্যন্ত আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশকে জানিয়েছেন.. প্রকৃত অর্থেই, এই সেতুগুলোর উপর চলাচল অনেক বেশী।

তবে চলাচল অন্য দিক থেকেও হয়। আমেরিকায় থাকাকালীন ও পরবর্তীতে আপনারা আমেরিকানদের সাহায্য করেছেন বাংলাদেশ আবিষ্কার করতে। আপনারা যখন কর্মসূচিতে ছিলেন কতদিন কেটেছে একজন আমেরিকানের দেখা পেতে যে বাংলাদেশের রাজধানী জানে বা মানচিত্রে বাংলাদেশকে বের করতে পারে। আপনারা আমেরিকাকে বাংলাদেশ আবিষ্কার করতে ও বুঝতে সাহায্য করেছেন, প্রকৃত বাংলাদেশ, সাধারণ ধারণার বাইরে, একটি আশাবাদী বাংলাদেশ যখন এর অর্থনীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, যখন লক্ষ লক্ষ জনগণ দারিদ্র থেকে বেরিয়ে আসছে, এক বাংলাদেশ যেখানে কৃষি বিপ্লব সাধিত হয়েছে যারা বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতি দেশ হিসেবে চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এক বাংলাদেশ যা হতে পারে হওয়া উচিৎ পরবর্তী এশিয়ার বাঘ .. আপনারা ধারণাটি পেয়েছেন।

প্রকৃতই, আমাদের সবারই শক্ত টুপি পড়া উচিৎ আজ রাতে কারণ এখানে এই সেতুর নির্মাণ কাজ সবসময় চলছে।

এই এলামনাই সাধারণ সভা শত শত সেতু নির্মাতার মিলনের একটি সুযোগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এর বিনিময় কর্মসূচির শত শত এলামনাই, অসাধারণ একটি গোষ্ঠী। আজ বিকেলে আমরা উদযাপন করতে সমবেত হয়েছি বাংলাদেশী এলামনাই কী অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতে কী আনবে।

২০০০ ব্যক্তির এলামনাই.. আপনারা.. প্রতিটি বিষয়, পেশা, এবং এই মহান জাতির প্রকিটি অঞ্চল থেকে এসেছেন। আমি জানি... আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তেতুলিয়া থেকে টেকনাফ, সিলেট থেকে সাতক্ষীরা ভ্রমণের সময় কাউকে না কাউকে এলামনাস পেয়েছি যারা আমাকে আমেরিকা সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে ফুলব্রাইটার, হাম্পফ্রে ফেলো, ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটর লিডারশীপ প্রোগ্রাম, ইউথ এক্সচেঞ্জ এন্ড স্টাডি প্রোগ্রাম, ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রাম, ইয়াং এন্টারপ্রেনিয়র্স এক্সচেঞ্জস বা প্রায় কুড়িটি কর্মসূচির একটিতে তারা অংশ নিয়েছে।আমি এই দেখা হওয়া উপভোগ করি।

এলামনাই কর্মসূচি তালিকা দেখলে বাংলাদেশের কোন গন্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন তা বোঝা যাবে। শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটর ছিলেন ১৯৫২সালে। মোঃ ইউনুস ১৯৬৫ সালে ফুলব্রাইট এর ছাত্র ছিলেন। হুমায়ুন আহমেদ ১৯৯০ সালে ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রাম এ অংশ নেন.. তালিকা অনেক বড়.. সংসদের স্পিকার, বর্তমান মন্ত্রী পরিষদের অনেক সদস্য, একজন সুপ্রিম কোর্ট বিচারক, সংসদ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা, এনজিও নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, কর্পোরেট সিইওরা, এবং তরুণ শিক্ষার্থী আগামীর নেতৃত্ব যারা দিবে..এবং বিশেষত আপনারা।

আমি আগেই বলেছি এটি একটি নির্মাণ এলাকা, যেহেতু আপনারা প্রত্যেকে আমেরিকাকে বোঝার সেতু বিস্তৃত ও শক্তিশালী করে চলেছেন। কিন্তু অন্য অর্থে এ নির্মাণ কাজ বাংলাদেশ গড়ার, মধ্য-আয়ের বাংলাদেশ, এমন বাংলাদেশ যেখানে সবার ক্ষমতা থাকবে তাদের পরিবারকে সুরক্ষিত,বাসস্থানের নিরাপত্তা, প্রাচুর্য, পুষ্টিকর খাবার, সু-স্বাস্থ্য সেবা এবং মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের।

আপনাদের সোনার বাংলা গড়ার নেতৃত্ব স্থানীয় ভুমিকা পালন করার আছে। আপনাদের প্রত্যককে বেছে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনাদের মেধা, অর্জন এবং শ্রেষ্ঠত্বের জন্য। প্রত্যেকে সফল হয়েছেন আপনাদের শিক্ষা ও পেশার চ্যালেঞ্জে। এবং প্রত্যেকে বাংলাদেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত।

আমাদের এলামনাই কর্মসূচির অসাধারণ যোগ্যতার কারণে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশে পরিবর্তন আনার জন্য এই এলামনাই নেটওয়ার্ক সবচেয়ে ক্ষমতাবান ও সক্রিয় শক্তি।

এই অপরাহ্নের অনুষ্ঠানে আমরা একে অন্যকে ভালোভাবে জানতে পারব ও এলামনাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এখানকার মেধা ও সম্পদ জানা সম্ভব হবে। আমি আপনাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করি এই চমৎকার নেটওয়ার্কের সুযোগে এমন মেধাসম্পন্ন মানুষদের সাথে জড়িত হয়ে এতে অবদান রাখতে ও লাভবান হতে।

আমি শেষ করছি সবাইকে এলামনাই সাধারণ সভায় স্বাগত জানিয়ে এবং আশা করি আজকের অনুষ্ঠান উপভোগ্য ও কার্যকরী হবে।

ধন্যবাদ।

==========

**As prepared for delivery*

GR/ 2013